

আমাদের কথা



সাধ আকাশ ছোঁয়া। সাধ্য সামান্য। সেই সামান্য সাধ্যকে পাথেয় করেই আমাদের পথে হাঁটা শুরু। আর পাঁচটা গৃহবধু যখন নিজের স্বামী সন্তান নিয়ে আত্মহারা আমরা কিন্তু তা করিনি। পথে-ঘাটে খুঁজে বেড়িয়েছি দুঃস্থ, দুরারোগ্য, সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোকে। যাদের করুণা মাখা মুখগুলিই আমাদের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে জগৎ মাঝারে এনে দাঁড় করিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে Raising Voice Foundation এর জন্ম কথা হল এটিই। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, তবুও আমরা এগিয়ে চলেছি অভিস্ট লক্ষ্য পথে। স্বপ্ন অনেক। সাধ্য সামান্য। সেই স্বপ্নকেই পূজি করে পথে প্রান্তরে। অজানার আনন্দে। অচেনাকে চেনার এক বুক ভরা বাতাস নিয়ে। পারি আর না পারি। হারি না হয় জিতি। লক্ষ্যে আমরা স্থির। একলব্যর প্রতিজ্ঞায়। শবরীর প্রতীক্ষায়।

চলতে গিয়ে বুঝেছি গোলাপ বিছানো নেই আমাদের পথে প্রান্তরে। বরং চরাই-উৎরাই ভরা কাঁটা মেলা পথ। চলতে গিয়ে হেঁচট তো প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু ঐ যে বললাম আমরা স্বপ্ন দেখি জাগ্রত অবস্থায়। ঘুমের মাঝে নয়। তাই বোল আনা সফলতা আজও আসেনি। ভবিষ্যতে আসুক না। চলার পাথে অনেক বন্ধু পেয়েছি। পেয়েছি সেই সব মানুষের স্পর্শ। যা আমাদের বিন্দু থেকে সিদ্ধিতে রূপান্তর করবে। এ বিশ্বাস সার্বজনীন।

চলতে চলতে সেনুলারোডের ফ্রেমে বাঁধানো কটি ছবির উল্লেখ না করে পারলাম না। ভাবী কালই উত্তর দেবে এই সমস্ত ছবির। তাই আমাদের কথা পরিবর্তিত করে তাঁহাদের কথা কিছু বলি।

হাওড়া জেলার প্রত্যন্তগ্রাম চামরাইল। মারা মল্লিকের কথায় ফিরি। দরিদ্র পরিবারের গৃহবধুর তিন সন্তানই বিরল রোগে আক্রান্ত। সুমন, সুরজিত ও বিশ্বজিত। এরা যেদিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা বুঝি ব্যয় বহুল এই চিকিৎসা ওদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমরাও দরিদ্র পরিবারটির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাই। শুরু হয় আমাদের যুদ্ধ। Raising Voice Foundation এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন অনেকেই। উল্লেখযোগ্য হলো আই সি এইচ এর শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অপূর্ব ঘোষ। ওনার তত্ত্বাবধানেই শুরু হয় ব্যয় বহুল চিকিৎসা। সাধারণ মানুষের শরীরে যে এনজাইম তৈরি হয় এদের সেটা হয় না। তবুও হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এরা আজও চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ওষুধ আনা হচ্ছে বিদেশ থেকে। ডিস্ট্রিক প্রটেকশান অফিসার শ্রীমতী সুপর্ণা চক্রবর্তীও বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। আজ ওরা ভাল আছে। আগামী দিনেও থাকবে। আমরা দেখতে চাই মায়া মল্লিকের হাসি ভরা মুখ। ডাঃ চন্দন দে হাজরা, ডাঃ প্রভাস দাস মহাশয়ও আমাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে চলেছেন।

মিনা পাত্রের কথায় আসি। হাওড়া হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছেন বিনা চিকিৎসায়। Raising Voice Foundation খবর পেয়ে দৌড়ে যায়। শুরু হয় চিকিৎসা আপনাদেরই সাহায্যে। আত্মীয় স্বজনেরা আসে না। রোগ মুক্তি ঘটে। শ্রীমতী সুপর্ণা চক্রবর্তীর সাহায্যে ঠাই